(1) What do you mean by the term Globalization? Assess the impact in the Third World Countries.

⇒ বিশ্বায়ন কোন অভিনব ধারণা নয়। এটি একটি বিশ্বব্যাপী ধারণা যা বিশ্ব অর্থনীতির আলোচনায় ব্যবহৃত হয়। বিশ্ব অর্থনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতির অন্তর্ভুক্তির কথা মাথায় আসে। যদিও এটি যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতির জন্য স্প্রিং বোর্ড সরবরাহ করেছিল, তবে এটি উল্লেখ করা উচিত যে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতি পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন এবং বিতরণের ঔপনিবেশিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের ঔপনিবেশিক বিভাজনে, প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং বেসরকারি কর্পোরেশন কর্তৃক বিদেশী দেশে ব্যবহারের জন্য মূলধনের ব্যবস্থা, সবকিছুই বিশ্বায়নের বিকাশে অবদান রেখেছে। শীতল যুদ্ধের পতন পশ্চিমা প্রচারণার অধীনে বিশ্বায়নের বিকাশের জন্য আরও উর্বর ভূমি প্রদান করে (ওবাডিনা, ১৯৯৮)। যদিও এটা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে বিশ্ব অর্থনীতির মানব প্রচেষ্টার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ধারাবাহিক পরিবর্তন এনেছে, তবুও উন্নতিকারী দেশগুলি এখন উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অব্যবহৃত সম্পদ অগ্রাধিকার করার হাতিয়ার হিসেবে বিশ্বায়নকে সমর্থন করছে।

What do you mean by the term Globalization? Assess the impact in the Third World Countries.

বিশ্বায়ন কোন অভিনব ধারনা নয়। এটি একটি বিশ্বব্যাপী ধারনা যা বিশ্ব অর্থনীতির আলোচনায় ব্যবহৃত হয়। বিশ্ব অর্থনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতির অন্তর্ভুক্তির কথা মাথায় আসে। যদিও এটি যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতির জন্য স্প্রিংবোর্ড সরবরাহ করেছিল, তবে এটি উল্লেখ করা উচিত যে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতি পন্য ও পরিষেবার উৎপাদন এবং বিতরনের ঔপনিবেশিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের ঔপনিবেশিক বিভাজনে; প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং বেসরকারি কর্পোরেশন কর্তৃক বিদেশী দেশে ব্যবহারের জন্য মূলধনের ব্যবস্থা, সবকিছুই বিশ্বায়নের বিকাশে অবদান রেখেছে। শীতল যুদ্ধের পতন পশ্চিমা প্রচারনার অধীনে বিশ্বায়নের বিকাশের জন্য আরও উর্বর ভূমি প্রদান করে (ওবাডিনা, ১৯৯৮)। যদিও এটা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে বিশ্ব অর্থনীতির মানব প্রচেষ্টার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ধারাবাহিক পরিবর্তন এনেছে, তবুও উন্নতিকারী দেশগুলি এখন উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অব্যবহৃত সম্পদ অগ্রক্রেস করার হাতিয়ার হিসেবে বিশ্বায়নকে সমর্থন করছে।

বিশ্বায়নের অন্যতম বড় প্রভাব হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সাথে অন্যান্য সাধারণ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতার আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতার তুলনা করা। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে নাইমান ব্রেটন উডস (BWIs) সাম্রাজ্যবাদীদের "দুষ্ট ত্রয়ী" হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তবে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বিশ্বায়নের এই সমালোচনা, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উন্নয়নের জন্য ঋণ নিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিত কম হিসাবে, কতটা মানুষ ট্রেন্ডের সাথে তুলনা করা হয়েছে, তৃতীয় দেশগুলিকে যে বিশ্ব অর্থনীতিতে অত্যাবশ্যকীয় যোগাযোগ যে তা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

আমরা হয়তো যুক্তি দিতে পারি যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব আলোচনা করলে উপরের বিশ্লেষণটি ত্রুটিপূর্ণ। এই দাবি যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে বিশ্বের অন্যান্য অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করতে হলে তাদের বিশ্বায়নের আওতায় আনা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। আমরা বলতে পারি যে বিশ্বায়নের ইউরোকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট নয় এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা উচিত। আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি যদি সুসংহত হয়ে কখন অর্থনৈতিক তাঁবুল প্রতিষ্ঠা করতে পারে যা বিশ্বের অন্যান্য অংশের উপর কার্যকর অর্থনৈতিক

খুব তাদের অগ্রগতি আছে, তাহলে তাদের উন্নতি হবে, সেটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে নতুন বিশ্বটিতে যেসব বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে ধরা হবে (মূল্যমান, দর্শন), সেটা লক্ষণীয় যে উন্নয়নের ও অগ্রগতির বিষয়গুলি বিশেষ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সহায়। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ফিল্ম বানানোর প্রেক্ষাপটগুলির প্রধানে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও ফিল্মগুলি বিশেষ মানুষদের কাছে সাধারণ বানিজ্য ও উন্নয়নে সহায়তা করেছে (আলোচনা, দর্শন), তথ্য প্রযুক্তির এই বর্তমান যুগে ফিল্মগুলি মানুষ বিজ্ঞাপনী বানিজ্যে তাড়িত হয়ে এসব ফিল্মগুলি দর্শনের থেকে বাজার অনুসন্ধিত তথ্য পেতে সক্ষম হওয়ার কারণে তিনি কাজের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি করেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বাজার সংযোগিতাও বৃদ্ধি করেছে। যদিও আমরা বলতে পারি যে ফিল্মগুলি তথ্যগুলো বিশ্লেষিত, ফিল্মগুলোর আলোচনা করুন যে এটি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ফিল্ম বানানো খুব কঠিন এবং প্রেক্ষাপট তাদের তাদের মধ্যে উন্নয়নের অভিজ্ঞতা নেই করে, বিশ্বায়ন, ফিল্মগুলোর বিশেষীকরণ দেখা যায় যে ফিল্মগুলি যা করেছে তা যেসব এমনটি অনিয়ন্ত্রিত বাজার তৈরি করে যা উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের কাছে বেশি বহুজাতিক কার্যালয়ের জন্য উপযোগী। উইলসন (দর্শন) মনে করেন যে, ফিল্মগুলি হলো তথ্যপ্রযুক্তিগত ভাষার সংযোগিত, বাজারনির্ভর, অনুমানিত এবং তথ্যপ্রযুক্তিগত অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রতিফলন।

প্রতিষ্ঠান, যেটি মূলত বিশ্বব্যাংক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আমলাতন্ত্র। তাদের তাত্ত্বিক্যুক্ত প্রভাবশালীদের লক্ষ্য করে, এটি শুধু মাত্র যে বিকল্পগুলো অধিমতলে বিকল্পগুলো উপস্থিতি তৈরি লক্ষ্যেও সমানভাবে লক্ষ্য রাখে, যেটি বর্তমানে প্রেসক্রিপশন ডাক্তার এবং বিশ্ব ব্যাংকের সমর্থন করা-গুলোর সাথে সম্পর্কিত। অভিজনতোষণ (elite) উপাদান যখন সাথে সম্পর্ক করত, যখন তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বিশ্বায়ন এমন একটি নিতান্ত যা অংশগ্রহণ, অনিশ্চয়তা, যোগাযোগ এবং প্রযোজ্য অন্যান্য ক্ষেত্রে বর্তা অধিকারী। বলা হয় বিশ্বায়নের ক্রিয়াগুলি রাষ্ট্রের ভূমিকাকে প্রধানের প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে দেয়, যা কারণ হল অন্তর্-ঘাতিক এবং দুরতিক্রম কার্যাবলীগুলি যখন একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরিণ্যার ক্ষেত্র নির্ধারিত হয় এবং তাদের নীতি-গুলি কার্যকরনের জন্য রাষ্ট্রগুলির উপর ক্রোধ বিস্তার করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা যেটি নীতিগুলি গ্রহণের জন্য অনুকূল নয় এবং এটি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অধিপ্রয়োগ ক্ষমতা অর্জন করে। (কিতাবে ১৯৯৩, ২০০৩) তাদেরটি ক্ষেত্র যেখানে বিশ্বায়নের অভিজ্ঞগুলিকে রাষ্ট্রের ভূমিকা নির্ধারিতভাবে অবমাননা করা হয়। তার হল নিরাপত্তার ক্ষেত্র। তাদের লুবার্ড এবং কুপেরার কাজে নিরাপত্তা ধারণা বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের মতে, যেটি আধুনিক রাষ্ট্রের কিছু বিষয়কে অবহেলাকরে তাহলে বিশ্ব বলে

করার অক্ষমতাকে বোঝায়। কারন, এই ছদ্মবেশে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়গুলি এখন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

উপরোক্ত ধারনার স্পষ্ট অর্থ এবং সংযুক্ত প্রদানের জন্য বিভিন্ন পণ্ডিত বিশ্বায়নকে সংযুক্তায়িত করেছেন। বিশ্বায়ন হল বিশ্বের দেশ ও জনগনের মধ্যে অগ্রগতি এবং মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধির একটি প্রক্রিয়া যা গতিবিধি, যোগাযোগ, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি, জ্ঞান এবং দক্ষতার পাশাপাশি সংস্কৃতিক মূল্যবোধ ব্যবস্থা এবং অনুশীলনের আন্তঃসংযোগে প্রগতিশীল প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সহজতর হয় (UN Journal, 1995)। ফাফোওয়া (১৯৯৮) মনে করেন, বিশ্বায়ন হলো একটি আন্তর্জাতিক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি প্রক্রিয়া যা সরকার, বেসরকারি কর্পোরেশন, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সামাজিক সংগঠনের নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি মূলত বিশ্ব প্রতিযোগিতামূলক আধিপত্য বিস্তারের জন্য এটি একটি দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত, আদর্শিক এবং সামরিক শক্তি এবং প্রভাব বৃদ্ধি এবং স্থাপনের চেষ্টা করে। যদিও বিশ্বায়নের ধারনাটি কোনও অভিনব মতবাদ নয়, হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ সর্বদা আন্তঃসীমান্ত বানিজ্যে জড়িত,

তবে এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ কি বানিজ্য ও উন্নয়নে সহায়তা করেছে (ফাফোওয়া)। এটা মনে রাখা প্রাসঙ্গিক যে, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান-গুলিকে বাদ দিয়ে বিশ্বায়নের যে কোনও বৈশিষ্ট্য অপর্যাপ্ত হবে কারন বিশ্বায়নের প্রাথমিক লক্ষ্য হল সমান উন্নয়ন কীভাবে আনা যায়। উদারীকরন - এর মধ্যে পন্য ও পরিষেবার কৃত্রিম বাধা অপসারনের প্রক্রিয়া জড়িত। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বেসরকারিকরন কর্পোরেশনগুলি তাদের মুনাফার আকাঙ্ক্ষা এবং সম্প্রসারনের আকাঙ্ক্ষায় এইসব কারনে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে, একরকমভাবে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থায় প্রবেশ করিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের বেসরকারিকরন নীতির কারনে তৃতীয় বিশ্বের অনেক বেসরকারি কর্পোরেশন উন্নত বিশ্ব থেকে মূলধন স্থানান্তর করতে পারে।

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর পারদর্শী বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক পণ্ডিত প্রচুর মতামত দিয়েছেন যে, বিশ্ব অর্থনীতির উত্থানের কারনে ১৯৮০-এর দশকটি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দশক হত, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রগতিশীল উন্নয়নে এটি ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। যদিও আমরা ধরে নিতে পারি যে তৃতীয় বিশ্বের

দেশগুলিতে, নিম্ন উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক উভয় কারণকেই দায়ী করা যেতে পারে। উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হয়ে, ইয়োহা (১৯৮৬) যুক্তি দেন যে, অভ্যন্তরীন কারণগুলির মধ্যে রয়েছে দুর্বল অভ্যন্তরীন ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা যা মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, স্থবিরতা এবং ক্রমবর্ধমান বাজেট ঘাটতির দিকে পরিচালিত করে। বিশ্বব্যাংক মনে করে যে, "১৯৮০-এর দশকে বিশ্ব অর্থনীতির প্রতিকূল উন্নয়নের ফলে প্রবৃদ্ধির হার কমে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। দুর্বল বাহ্যিক চাহিদা, বানিজ্যের হ্রাস এবং সুদের হারের অস্থিরতার ব্যাপক বৃদ্ধি মিলিতভাবে একটি অস্বাভাবিক প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করেছে" (বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট, ১৯৯০)। এগুলো আন্তঃসম্পর্কিত এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে সুযুক্ত। ইয়োহা আরও যুক্তি দেন যে, বানিজ্য বা চলতি হিসাবের ভারসাম্যে যেকোনো ঘাটতির জন্য বহিরাগত ঋণ বা ধন - সৃষ্টিকারী অন্যান্য আর্থিক প্রবাহের মাধ্যমে অর্থায়নের প্রয়োজন হয়। বেশিরভাগ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অর্থনীতির বানিজ্য এবং চলতি হিসাবের ঘাটতির উচ্চ সংবেদনশীলতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থেকে উদ্ভূত হয়:

প্রাথমিক পন্যের দামের চরম অস্থিরতা, সীমিত পরিসরের প্রাথমিক পন্য রপ্তানির উপর উচ্চ নির্ভরতা।

উচ্চ বৈদেশিক বানিজ্য নির্ভরতা।

কম বিশ্ব ভাগ।
বানিজ্যের শর্তাবলী হ্রাস; এবং বহিরাগত রপ্তানি আয়, পরিবর্তনশীলতা এবং ক্রমহ্রাসমান রপ্তানি আয়।

এটা মনে রাখা প্রাসঙ্গিক যে, বিশ্বব্যাপী সরবরাহ ও চাহিদার পরিবর্তন - এর সাথে সাথে প্রাথমিক পন্যের, বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পন্য এবং খাদ্য শস্যের দাম তীব্র-ভাবে ওঠানামা করে। নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া এবং লিবিয়ার মতো কিছু দেশ তাদের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ তেল থেকে পায়।

বিশ্বায়নের সাথে সম্পর্কিত সমস্যার কারনে আজ তৃতীয় বিশ্বের জাতি - রাষ্ট্রগুলি তাদের আর্থ - সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রনকারী নীতিগুলি সংজ্ঞায়িত করতে কার্যত অক্ষম। বহিরাগত হস্তক্ষেপ এবং হস্তক্ষেপ ছাড়া তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক - সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিচালনা করা খুব কঠিন। বিশ্বায়নের সাম্রাজ্যবাদী সাংস্কৃতিক মাত্রা, বিশেষ করে ইন্টারনেট সংযোগ, যা প্রায়শই আফ্রিকা ও অন্যান্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিকে বিশ্বায়িত বিশ্বে প্রলুব্ধ করার জন্য টোপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সম্প্রতি অটোখিন এই দৃষ্টিকোন থেকে তুলে ধরেছেন যখন তিনি বলেছেন যে, "বিশ্ব ধীরে ধীরে একমুখীভাবে

এগিয়ে চলেছে এবং অভিন্নতার দিকে ঝোঁক এখনকার মতো এত আকর্ষণীয় ছিল না....।" এই প্রবনতা এক ধরনের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবোধ যা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির বাসিন্দাদের মনকে দাস করে রেখেছে, তাদের সাংস্কৃতিক-ভাবে দিশেহারা করে তুলেছে।

বর্তমানে, বিশ্বায়ন দারিদ্র্য পূরীকরনের জন্য বিশ্বব্যাপী, পদক্ষেপের সুযোগের পরিবর্তে দরিদ্রদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওবাডিনা যুক্তি দেন যে বিশ্বায়নের যুক্তির ভিত্তি হিসেবে যে পরম স্বাধীনতার ধারনাটি কাজ করে তা দাসত্ব এবং উপনিবেশীকরনকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত একই ধারনা। এটি এই বিশ্বাসের উপর সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত যে শক্তিশালী যতই সংজ্ঞায়িত হোক না কেন, দুর্বলদের রক্ষা করে এমন নৈতিক বা আইনি মানবীকরন ছাড়াই তাদের শক্তি প্রয়োগের জন্য স্বাধীন হওয়া উচিত (ওবাডিনা, ১৯৯৭)।